



219679 - তাওবার পর হারাম সম্পদ থেকে মুক্ত হওয়ার বধিানসমূহ

প্রশ্ন

তাওবার পর হারাম সম্পদ থেকে নষিক্তি লাভের বিষয়ে আমি বহু ফতোয়া পড়ছি। এই বিষয়ে সঠিক মত আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। একবার দান করে দেওয়াকে আবশ্যিক করা হয়। আবার মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য করা হয়। অন্যবার এর থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়। হারাম সম্পদের মধ্যও ক'রিকমফরে আছে? এ বিষয়ে সঠিক বক্তব্য কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হারাম সম্পদের বহু রূপ ও অবস্থা রয়েছে। সম্পদ সত্তাগত কারণে হারাম হতে পারে। আবার উপার্জনরে পদ্ধতির কারণে হারাম হতে পারে। যে সম্পদ উপার্জনরে পদ্ধতির কারণে হারাম হয় তা কখনো মালিকের সম্মততিে নেওয়া হতে পারে, আবার কখনো তার সম্মত ছাড়া নেওয়া হতে পারে। কখনো উপার্জনকারী ব্যক্তি হারাম হওয়া জানতে পারে, আবার কখনো নাও জানতে পারে, আবার কখনো ভুল ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে থাকতে পারে। প্রতিটি অবস্থার স্বতন্ত্র বধিান রয়েছে।

এক:

যে ব্যক্তি এমন সম্পদ উপার্জন করেছে যা সত্ত্বাতভাবে হারাম অথবা এমন কোনো বস্তু যা শরীয়ত বক্রিকরা, রাখা বা ব্যবহার করা নষিদ্ধ করেছে, এটি যে পথেই উপার্জন করা হোক না কেন; সেটি মালিককে ফেরত দেবে না এবং নিজের কাছেও রেখে দিবে না। বরং তা ধ্বংস করে ফেলো তার উপর আবশ্যিক। আর তা থেকে উপকার গ্রহণ করা জায়যে নহে; চাই সেটি বক্রির মাধ্যমে হোক, কোনো মাধ্যমে হোক, উপহার দেওয়ার মাধ্যমে হোক, সংরক্ষণ করার মাধ্যমে হোক কথিবা অন্য কোনোভাবে হোক।

সত্ত্বাগভাবে হারাম সম্পদ বলতে বোঝায়: “যে বস্তুর ওপর নষিধোজ্জা তার সত্তাগত কারণেই আরোপতি হয়েছে”। যমেন: মদ, মূর্তি, শুর ইত্যাদি।

দুই:

যে ব্যক্তি অন্যরে সম্পদ অন্যায়ভাবে ও মালিকের অসম্মততিে বা অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করেছে; যমেন চুরকিত সম্পদ, জবরদখলকৃত সম্পদ, আত্মসাৎকৃত রাষ্ট্রীয় সম্পদ, প্রতারণা ও ধোঁকার মাধ্যমে উপার্জতি সম্পদ, বাড়তপ্রদয়ে সুদ যা



ব্যক্তি বাধ্য হয়ে বা নরিপায় হয়ে দিয়ে এবং প্রদয়ে ঘুষ যা ব্যক্তি নিজের অধিকার পাওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে প্রদান করে; এ ধরনের সম্পদ অবশ্যই এর প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে। এ ছাড়া দায়মুক্ত হব না।

যদি সে এটি খরচ করে ফেলে বা তহরূপ করে ফেলে, তবে যতদনি না সে তা মালিককে ফেরত দিতে সক্ষম হবে, ততদনি তা তার ওপর ঋণ হিসেবে রয়েছে।

ইবনুল কাইয়্যামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “যদি গ্রহণ করা বস্তুটি মালিকের সম্মতি ছাড়া নেওয়া হয়ে থাকে এবং এর বিনিময় পরিশোধ করা না হয়ে থাকে; তবে তা তাকে ফরিয়্যে দিতে হবে। যদি তাকে ফরিয়্যে দেওয়া সম্ভবপর না হয় তবে তা তার উপর ঋণ হিসেবে জনৈক পরিশোধ করে দিবে। যদি এটিও সম্ভবপর না হয় তাহলে তা মালিকের উত্তরাধিকারীদেরকে ফরিয়্যে দিবে। আর যদি স্টেটিও সম্ভবপর না হয় তাহলে এটি তার পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে হবে।

যদি কয়ামতের দনি মালিক সদকার সওয়াব গ্রহণ করতে চায়, তবে সেটা তার জন্য হবে। আর যদি সে তার সম্পদ ভক্ষণকারী থেকে নকে আমল ছাড়া অন্য কিছু নতি রাজি না হয় তাহলে সে তার সম্পদের সমপরমাণ নকে আমল তার থেকে গ্রহণ করবে। আর সদকাকারী সদকার সওয়াব পাবে। এভাবে সাহাবায়েরোম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে সাব্যস্ত।”[যাদুল মাআদ (৫/৬৯০)]

এই ধরনের হারাম সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখা যতে পারে (83099) ও (169633) নম্বর প্রশ্নের উত্তর।

তনি:

যে ব্যক্তি কোনো হারাম লেনদেনের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করেছে, কারণ সে জানত না যে এই লেনদেনে হারাম অথবা কোনো বর্ষিত আলমেরে ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে তা বৈধ মনে করছিল, তবে তার ওপর কোনো কিছু আবশ্যিক হবে না। শরত হলো: যখনই সে এর হারাম হওয়ার বিষয়টি জানবে, তখনই এর থেকে বরিত হতে হবে।

আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

“অতএব যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে (সুদ খাওয়া থেকে) বরিত হলো, তবে যা আগে হয়ে গেছে তা তারই থাকবে।”[সূরা বাকারা: ২৭৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “আমাদের কাছে যা সন্দেহোত্ত, তা হলো: যে ব্যক্তি ভুল ব্যাখ্যা বা অজ্ঞতার কারণে কিছু গ্রহণ করেছে, তার জন্য আগে যা হয়েছে তা নঃসন্দেহে বৈধ। যমেনটিকুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত।”[তায়সীরু আয়াতানি আশকালাত আলা কাসীরমি মনিল উলামা (২/৫৯২)]

তিনি আরও বলেন: “যে সব লেনদেনের ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এমন কোনও লেনদেনের মাধ্যমে যে ব্যক্তি কোনও সম্পদ অর্জন করেছে এবং এক্ষেত্রে সে তা বীলকারী (ভুল ব্যাখ্যাকারী) ও জায়যে বশ্বাসকারী; সটো ইজতহাদরে কারণে বা তাকলদিরে কারণে বা কোনও আলমের অনুসরণে কথিবা যহেতু কোনও আলমে তাকে এই মরম্ ফতোয়া দিচ্ছেন বা অনুরূপ কোনও কারণে; তার উপার্জতি ও গৃহীত এ সম্পদগুলো ফরত দেওয়া তার উপর আবশ্যিক নয়। যদিও পরে তার কাছে স্পষ্ট হয় যে সে ভুল করছেলি এবং যে ব্যক্তিতাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেলি তিনিও ভুল ফতোয়া দিচ্ছেলিনে...

তাই দললিকে তা'বীলকারী (ব্যাখ্যাকারী) কোনও মুসলমি বধৈ বশ্বাস করে যে সব বচোকনো, ভাড়াপ্রদান ও লেনদেনে সম্পাদন করেন, যগুলোর বধৈতার পক্ষে কিছু আলমের ফতোয়া রয়েছে এবং এ লেনদেনগুলোর মাধ্যমে কিছু সম্পদ হস্তগতও করছেন এবং পরবর্তীতে তাদের কাছে যদি স্পষ্ট হয় যে, সঠিকি অভিমিত হচ্ছ এগুলো হারাম: সেক্ষেত্রে তারা ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে সম্পদগুলো গ্রহণ করছেন সেগুলো তাদের জন্য হারাম হবে না।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৪৪৩)]

তিনি আরও বলেন: “যে ব্যক্তি এমন কোনও কাজ করল যে কাজকে সে হারাম বলে জানত না, পরবর্তীতে সে জেনেছে: তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। যদি কউে জায়যে বশ্বাস করে কিছু সুদী লেনদেনে করে এবং এ লেনদেনে থেকে যা গ্রহণ করার তা গ্রহণ করে, পরে তার কাছে তার রবের উপদেশে পট্টে তখন সে এর থেকে বরিত হয় তবে পূর্বের উপার্জন তার জন্য বধৈ।”[সমাপ্ত][তফসীরু আয়াতনি আশকালাত আলা কাসীরমি মনাল উলামা (২/৫৭৮)]

ফতোয়া বধিয়ক স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে এসছে (১৫/৪৬): “আপনি চাকুরীর জন্য ব্যাংকে যে সময় কাটয়িচ্ছেন, আমরা আশা করছি আল্লাহ তা'আলা আপনার সেই সময়ের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর সেই সময়ের চাকুরীর মাধ্যমে আপনি যে অর্থ উপার্জন করছেন ও গ্রহণ করছেন, যদি সে সময় আপনি এ বধিয়ে শরয়ী হুকুম না জেনে থাকেন তাহলে এর জন্য আপনার কোনও গুনাহ নহে।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দাইমা (১৫/৪৬)]

শাইখ উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ বলেন: “যদি সে না জানে যে এটি হারাম, তবে সে যা গ্রহণ করেছে সবই তার জন্য বধৈ এবং তার উপর অন্য কিছু বর্তাবে না। কথিবা সে যদি কোনও আলমের ফতোয়ার মাধ্যমে বভ্রান্ত হয়ে থাকে যে, ‘এটি হারাম নয়’, তাহলে তাকে কোনও কিছু পরশিোধ করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

‘অতএব যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশে আসার পর সে (সুদ খাওয়া থেকে) বরিত হলো, তবে যা আগে হয়ে গেছে তা তারই থাকবে। আর তার বধিয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত।’”[সমাপ্ত][আল-লকিউশ শাহরী (১৯/৬৭), শামলো সংস্কারণ]

চার:

যে ব্যক্তি জিনেশুনে হারাম উপার্জন করেছে এবং তা মালকিরে অনুমতি ও সন্তুষ্টিতে গ্রহণ করেছে; যমেন বাতলি চুক্তরি

মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ, হারাম পেশার বতেন, হারাম ব্যবসার লাভ, হারাম সর্বোপরি পারিশ্রমিক (যেমন মথিয়া সাক্ষ্য দেওয়া, সুদরে দলীল লেখা), ঘুষ হিসেবে নেওয়া অর্থ যাতো দাতা এমন কিছু পায় যা তার প্রাপ্য নয় কথিবা জুয়া, লটারি, গণকবদিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ... এ ধরনের উপার্জননের কারণে হারাম হওয়া অর্থ মালিককে ফেরত দেওয়া আবশ্যিক না হওয়ার মতটি আলমেদের দু'টি মতের মাঝে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

ইবনুল কাইয়্যামি রাহমিহুল্লাহ বলেন: “যদি প্রদানকারীর সন্তুষ্টিতে গৃহীত বনিমিয় গ্রহণ করা হয় এবং প্রদানকারী এর বপিরীতে হারাম বনিমিয় আদায় করে নেয়, যেমন কটে মদরে বনিমিয় গ্রহণ করল, শূকরের বনিমিয় গ্রহণ করল, ব্যভিচার বা অশ্লীল কাজের বনিমিয় গ্রহণ করল; তাহলে এই প্রদানকারীকে গৃহীত বনিমিয় ফেরত দেওয়া আবশ্যিক নয়। কারণ সে স্বচ্ছন্দে এ বনিমিয় দিয়েছে এবং হারাম বনিমিয় গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাকে বনিমিয় ও বনিমিয়ে উভয়টি একসাথে দেওয়া জায়যে নয়। কনেনা এর মাধ্যমে তাকে গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনে সহায়তা করা হয় এবং পাপীদের জন্য কাজ সহজ করা হয়।

তাছাড়া ব্যভিচারী বা কুকামে লিপ্ত ব্যক্তি আর কী-ই বা চাইতে পারে, যদি সে জানতে পারে যে সে নিজেরে কুউদ্দেশ্যেও সফল করতে পারবে, আবার তার অর্থও ফেরত পয়ে যাবে! অতএব, শরীয়ত এই ধরনের বধিান দেওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র এবং এমন মত পোষণ করা কোনোভাবেই সংগত নয়।”[যাদুল মা‘আদ (৫/৬৯১)]

অধিকাংশ আলমের মতে, এ ধরনের হারাম অর্থ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হলো তা গরীব-মসকিনদের মাঝে ও জনকল্যাণমূলক কাজ ইত্যাদিতে সদকা করে দেওয়া। যদি সে তা যেকোনোভাবে খরচ করে ফলে, তবে তা তার দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থেকে যাবে এবং সামর্থ্য হলে তাকে তা সদকা করতাই হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহমিহুল্লাহ বলেন: “যে ব্যক্তি কোনো হারাম বস্তু বা হারাম উপকারের বনিমিয় গ্রহণ করেছে; যেমন মদ বহনকারীর মজুরি, করুশ নরিমাতার মজুরি, বশ্যের পারিশ্রমিক ইত্যাদি: তার উচিত ঐ সম্পদ সদকা করে দেওয়া এবং ঐ হারাম কাজ থেকে তাওবা করা। এই সদকা তার কৃত কাজের কাফফারা হবে। কারণ এই অর্থ থেকে উপকার নেওয়া জায়যে নয়। যহেতু এটিনকিষ্ট বনিমিয়। আর এটি এর মালিককে ফেরতও দেওয়া হবে না। কারণ সে এর বনিমিয় ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে। বরং এটি সদকা করে দিতে হবে, যেমনটি কিছু আলমে বলছেন। অনুরূপ কথা ইমাম আহমদ মদ বহনকারীর ব্যাপারেও বলছেন। মালিকী আলমেসহ অন্যরাও এটি স্পষ্টভাবে বলছেন।”[মাজমূউল ফাতাওয়া (২২/১৪২)]

আল-ইখতিয়ার লি-তা‘লীলি মুখতার (৩/৬১) প্রণতো বলেন: ‘নকিষ্ট মালিকানার পথ হলো সদকা করে দেওয়া।’[সমাপ্ত]

ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দাইমা (১৪/৩২)-তে এসেছে: “যদি হারাম উপার্জননের সময় সে জানে যে তা হারাম, তবে তাওবার মাধ্যমে এটি তার জন্য হালাল হবে না। বরং তা থেকে মুক্ত হতে হবে সংকাজে ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার মাধ্যমে।”[ফাতাওয়াল-লাজনা আদ-দাইমা (১৪/৩২)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “পক্ষান্তরে, যদি সৎ জেনে থাকে যে তা হারাম, তাহলে সদকা করে দায়ের মাধ্যমে তাকে সুদ থেকে মুক্ত হবে অথবা মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার কথিবা অনুরূপ কাজে তা খরচ করতে হবে।”[সমাপ্ত][আল-লিকাউশ শাহরী (৬৭/১৯), শামলো সংস্করণ]

ইবনুল কাইয়্যামি রাহিমাহুল্লাহর মনোনীত অভিমত হচ্ছে: যদি সৎ দরদির হয় তবে সৎ এর থেকে তার প্রয়োজন মাফকি নতি পাববে। তিনি বলেন: “এর থেকে মুক্ত হওয়ার পথ এবং পূরণ তাওবা হলো: সদকা করা। তবে যদি সৎ দরদির হয়, তাহলে সৎ নজিরে প্রয়োজন পরিমাণ নতি পাববে এবং বাকটি সদকা করে দিবে। এই বধিান সব নকিষ্ট উপার্জনের ক্ষত্রেই প্রযোজ্য; চাই তা বস্তু হোক অথবা কোনও ধরনের উপকার হোক।”[যাদুল মা‘আদ (৫/৬৯১) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়া রাহিমাহুল্লাহ অন্য এক বক্তব্যে যে মতরে দকি ঝুকছেন তা হলো: যহেতে সৎ তাওবা করছে সুতরাং সৎ তা সদকা না করে নজিও ভোগ করতে পারবে।

তিনি আরও বলেন: “আর যদি হারাম জেনেও উপার্জন করে তবে এ বিষয়ে আরও গভীর চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ বলা যতে পারে: এই নীতির ধারাবাহিকতায় যে ব্যক্তি হারাম জেনেও মদ বক্রিরি মূল্য থেকে অর্থ উপার্জন করছে অতীতরে উপার্জন তারই থাকবে (দান করা বা ফরত দেওয়া লাগবে না)।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করছে এবং পরবর্তীতে তাওবা করছে— যদি তা প্রদানকারীর সন্তুষ্টির মাধ্যমে উপার্জন করে থাকে তবে সেই সম্পদ তারই থাকবে। একই বধিান বেশ্যার পারশ্রিমকি বা গণকরে উপার্জনের ক্ষত্রেও অনবির্য় হবে।

এই বধিান শরয়িতরে মূলনীতিগুলো থেকে দূরবর্তী নয়। কারণ শরীয়ত তাওবাকারী ও তাওবা না-করা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করে। যমেন আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

“অতএব যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সৎ (সুদ খাওয়া থেকে) বরিত হলো, তবে যা আগে হয়ে গেছে তা তারই থাকবে।”[সূরা বাকারা: ২৭৫]

এছাড়া আল্লাহ বলেন:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

“কাফরেদেরকে বলুন, যদি তারা বরিত হয় তবে পূর্বেরে গুনাহ ক্ষমা করা হবে।”[সূরা আনফাল: ৩৮]



... এ মতকে আরও যত্নে বসিয়ে শিক্তশীলী করে তা হলো: এই অর্থ নষ্ট করা যাবে না □ এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। সুতরাং হয় এটি সদকা করে দেয়া হবে অথবা পাপে অটল থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচারী ও মদ্যপরে কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে অথবা তা এই তাওবাকারীর কাছ থেকে থাকবে।

ব্যভিচারী বা মদ্যপকে ফেরত দেয়া হলে ভয়াবহ অনিশ্চয় ঘটবে। কটে জনেবুঝে এই মত দিতে পারে না। যদিও ফকীহদের মধ্যে কটে কটে এই কথা বলেন। কোনো এতে দ্বিগুণ অনিশ্চয় রয়েছে। ... বরং সদকা করাই উত্তম পথ।

তবে বলা যায়: এই তাওবাকারী অন্যদের তুলনায় এর বেশি হকদার। বিশেষতঃ যদি সে গরবি হয়। অন্যায় দরদীর ব্যক্তিদের চেয়ে সে এর বেশি হকদার। আমি বহুবার এভাবেই ফতোয়া দিয়েছি। যদি সে গরবি হয় তবে তার প্রয়োজন পরিমাণ দেয়া তার জন্য বৈধ। কারণ সে অন্যের চেয়ে এর বেশি হকদার এবং এর মাধ্যমে তাকে তাওবায় সহায়তা করা হয়। যদি তাকে এর থেকে মুক্ত হতে বাধ্য করা হয়, তবে সে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাওবা নাও করতে পারে। কটে যদি শরীয়তের মূলনীতিগুলো নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে তাহলে সে জানতে পারবে যে, শরীয়ত মানুষের জন্য তাওবার সকল পথকে সহজ করে।

অধিকন্তু, তার জন্য এটি গ্রহণ করায় কোনো অনিশ্চয় নেই। কারণ এই অর্থ মালিকের মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে এবং বস্তুটি সত্তাগতভাবে হারাম নয়। বরং হারাম হয়েছে হারামের ক্ষেত্রে এর সহায়তা গ্রহণ করার কারণে। আর তা তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা হয়ে গেছে। তাই দারদীর্যের অবস্থায় এটি নিঃসন্দেহে তার জন্য হালাল। ধর্মীর ক্ষেত্রেও তা দেয়ার একটি যুক্তি রয়েছে। এ অভিমতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি এমন সম্পদ উপার্জন করেছে তার জন্য তাওবাকে সহজীকরণ করা হয় ...

আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘অতএব যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে (সুদ খাওয়া থেকে) বরিত হলো, তবে যা আগে হয়ে গেছে তা তারই থাকবে। আর তার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত।’ আল্লাহ বলেননি: ‘যে ইসলাম গ্রহণ করেছে’ কিংবা ‘যার কাছে হারাম স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে’ বরং তিনি বলেছেন: ‘যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বরিত হয়েছে।’ আর এই উপদেশে যে ব্যক্তি হারামকে জানেনি তার তুলনায় যে ব্যক্তি হারামকে জানে, তার ক্ষেত্রে বেশি গুরুতর। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

‘আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছে যেন তোমরা পুনরায় এরকম কাজ কখনো না করো; যদি তোমরা ঈমানদার হও।’ [সূরা নূর: ১৭][তফসীরু আয়াতনি আশকালাত আলা কাসীরমি মনিাল উলামা (২/৫৯৩-৫৯৬) থেকে সমাপ্ত]

মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাত (৭/২৮৫) বর্ণিত হয়েছে: এক ব্যক্তি আবু জাফরের কাছে অন্য এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করে বলেন: ‘আমার এক বন্ধু হারাম সম্পদ উপার্জন করেছে এবং তা নিজের ও পরিবারের সম্পদের সঙ্গতে মিশিয়ে



ফলেছে। পরে সে বুঝতে পেরেছে যে সে হারামে ছিল। এখন সে হজ্জ করছে ও এই ঘররে পাশে (মক্কায়) বসবাস করছে। তার ব্যাপারে আপনার মত কী?”

তিনি বলেন: “আমি মনে করি, সে আল্লাহকে ভয় করবে এবং আর ঐ কাজে ফিরে যাবে না।”

শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী বলেন: “আল্লাহ তাওবার পর সুদরে মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দিতে বলেননি; বরং যে সুদ এখনো গ্রহণ করা হয়নি, সেটি বর্জন করতে বলেন। আর যাহেতু ওটা মালকিরে সন্তুষ্টিতে গ্রহণ করা হয়েছে, তাই তা আত্মসাৎ এর মতো নয়। এবং যাহেতু এতে তাওবাকে সহজীকরণ ও তাওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ রয়েছে। যে সহজীকরণ তাওবার জন্য অতীতে কৃত সব লেনদেনে ফেরত দিতে বাধ্য করার মধ্যে নাই। সেটো যত বেশি হোক বা (ফরিয়াদেওয়া) যত কঠিন হোক।” [আল-ফাতাওয়া আস-সা'দিয়া (পৃ. ৩০৩) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

- শরীয়ত যে হারাম বস্তুগুলোর মূল্যমান বাতিল করেছে সেগুলো থেকে কোনোটাবাই উপকার নেওয়া যাবে না; বরং সেগুলো থেকে মুক্ত হতে হবে।
- যে সম্পদ মালকিরে অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা হয়েছে তা অবশ্যই মালকিকে বা তার ওয়ারশিকে ফেরত দিতে হবে। এছাড়া সে এর থেকে দায়মুক্ত হবে না। আর মালকিরে কাছে পৌঁছাতে না পারলে তার পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে হবে।
- যে ব্যক্তি কোনোটো হারাম সম্পদ উপার্জন করেছে ঠিকি তবে সে জানত না যে, এই লেনদেনে হারাম কথিবা এক্ষত্রে সে কোনোটো আলমেরে ফতোয়ার অনুসরণ করেছে; এ লেনদেনে হারাম হওয়া জানার পর ও এর থেকে তাওবা করার পর এই সম্পদ থেকে মুক্ত হওয়া তার উপর আবশ্যিক নয়। বরং সে এটি ভাগ করতে পারবে।
- আর যে ব্যক্তি জিনেশুনে হারাম উপার্জন করেছে এবং মালকিরে অনুমতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে উক্ত সম্পদ হস্তগত করেছে এবং পরে এর থেকে তাওবা করেছে; তবে সে উক্ত সম্পদ ফেরত দেবে না। আলমেগণ এ নিয়ে মতভেদে করছেন যে, সে কতি সদকা করে দিবে, নাকি নিজি ভাগ করতে পারবে যেটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার মত।

আমরা যে পরামর্শ দি:

- যদি এই তাওবাকারী ধনী হয় ও এই অর্থ থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হয় এবং এতে তার মন তুষ্ট থাকে; তবে গরিবিদের মধ্যে এটি সদকা করে দেওয়াই উত্তম। এটিই অধিকাংশ আলমেরে মত এবং তার দ্বীনদারির জন্য নরিপদ।
- আর যদি তার মন এতে তুষ্ট না থাকে বা এটি তার তাওবার পথকে বাধাগ্রস্ত করে, তাওবার পথে প্রতিনিধক হয়ে দাঁড়ায় কথিবা সে নিজি গরীব ও অর্থেরে মুখাপেক্ষী হয়; তাহলে সে এটি ভাগ করতে পারবে। এটি শাইখুল ইসলাম



ইবনে তাইমিয়্যার অভিমত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।